নীল বা নীলাভবর্ণ গোলাপ

দেবারতি মিত্র

'ফিরে এসো চাকা' বইটি বার বার পড়ে আমার মনে হয়েছে কবিতাগুলি কবি বিনয় মজুমদারের দীর্ঘ সময় ব্যাপী (৮মার্চ, ১৯৬০ থেকে ২৯ জুন ১৯৬২) ধ্যানের ফল। সাধক যখন কোনো আরাধ্য মূর্তির রূপ, গুণ, বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন তখন সেই প্রিয়র সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সংযোগের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। মনন, একাগ্রতা এবং আবেগ দিয়ে তিনি মূর্তিটিকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন। 'ফিরে এসো চাকার' কবিতাগুলির ক্ষেত্রে হয়েছে তাই। বিনয় মজুমদারের কবিতায় সুন্দরী, বিদুষী, সপ্রতিভ গায়ত্রী উপলক্ষ্য মাত্র, উৎসব হচ্ছে কবির অন্তরের সৃষ্টিছাড়া, কূলছাপানো াাবেগ- 'কোনো যোগাযোগ নেই, সেতু নেই, পরিচয় নেই; তবুও গোপন ঘর নীল বর্ণে রঞ্জিত রয়েছে-' কবি শঙ্খ ঘোষও লক্ষ্য করেছিলেন - 'বড়ো কোনো সভায় নয় বিনয় মজুমদার একা একা তাঁর কবিতা পড়েছিলেন কফিহাউসের একান্তে, এই অল্প কদিন আগে।...বুঝে নিলাম যে এই পড়াটা আসলে তাঁর নিজের সঙ্গে নিজেরই একটা বোঝাপড়ামাত্র, তার বেশি কিছু নয়। আর তখন মনে পড়ল যে তাঁর কবিতাও ঠিক তাই, ওঁর কবিতা তো একেবারেই নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা।' (কবিতাপড়া : কথা ও সুর/ নিঃশব্দের তর্জনী)

সমর তালুকদারের সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারে বিনয় মজুমদার গায়ত্রীকে নিয়ে কবিতা লেখার ব্যাপারে খোলাখুলি বলেন— 'গায়ত্রীকে তুমি ভালোবাসতে?

—আরে ধ্যুৎ আমার সঙ্গে তিন - চারদিনের আলাপ - প্রেসিডেন্সি কলেজের নামকরা ছাত্রী ছিলেন ইংরাজি সাহিত্যের - তারপর কোথায় চলে গেলেন - আমেরিকা না কোথায় - ঠিক জানি না।'

অথচ 'ফিরে এসো চাকায়' -ওই গভীর অনুভূতি ও অনুধ্যান এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে - এতোকাল মনে হতো তুমিও এসেছো অভিসারে - চাঁদের উপর দিয়ে স্বচ্ছ মেঘে ভেসে ভেসে গেলে যেমন প্রতীত হয় মেঘ নয়, চাঁদ চলমান।' বা

'সে কী ফুল ভালোবাসে, কে জানে সবুজ কিংবা লাল, কিছুই জানো না তুমি, তবু দীর্ঘ আলোড়ন আছে' বিনয় মজুমদারের আমূল আসক্তি স্বপ্ন, বেদনা নিজে নিজেই কবির মধ্যে জন্ম নিচ্ছে, তাঁকে তোলপাড় করছে এবং বাইরের পৃথিবীতে আগুন এবং ভস্ম ছড়িয়ে দিচ্ছে—

'তবু ভালো ইঁদুরের দংশনে আহত হয়ে তবু ঘুম ভেঙে যাওয়া ভালো, সাপ ভেবে উত্তেজিত হয়ে। যদিও অগ্নির মতো জ্বলেই, প্রিয় অন্ধকারে বহুদূরে সরে গেছো; অবশেষে দেখি প্রেম নয়, প'ড়ে আছে পৃথিবীর অবক্ষয়ী সহনশীলতা।' লক্ষ্যহীন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার অপারগতা কবিকে অস্থির করে তোলে - 'ব্যর্থতার সীমা আছে; নিরাশ্রয় রক্তাপ্লুত হতে হতে বলো আর কতকাল পাথরে আঘাত করে যাবো।

কবি অজয় নাগকে এক সাক্ষাৎকারে বিনয় বলেন— 'আর একটা বই, সুনীল শুনলে হাসবে হয়তো, বইটি হচ্ছে এলিজাবেথ ব্রাউনিংয়ের 'সনেট ফ্রম দি পর্তুগিজস'। এই ভাঙা বাক্যটি থেকে মনে হয় এলিজাবেথ ব্রাউনিংয়ের প্রেমের কবিতা স্পন্দন তাঁর মনে এক সময় অনুকরণ তুলেছিল-

I Love thee with a love I seemed to loose with my lost saints I live thee with the Pereath smiles, tears, of all my life!- and if God choose I shall but love thee better after death এলিজাবেথ ব্যরেট ব্রাউনিংয়ের মতো বিনয়ের ও মনে হয়— 'বাতাস আমার কাছে আবেগের মথিত প্রতীক। জ্যোৎস্না মানে হৃদয়ের দ্যুতি, প্রেম, মেঘ— শরীরের কামনার বাষ্পপুঞ্জ; মুকুর আকাশ, সরোবর, তোমাকে সর্বত্র দেখি; প্রাকৃতিক সকল কিছুই টীকা ও টিপ্পনী মাত্র পরিচিত গভীর গ্রন্থের।' গায়ত্রী অর্থাৎ তাঁর ঈশ্বরীকে কেন্দ্রে রেখে বিনয় মজুমদার যখন মনের অগম্য দেশে ও অনুভবের সুদূর সমুদ্রে ভ্রমণ করেছেন তখন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি হয়ে উঠেছে অতি সুক্ষ্ম, আত্মা আকাশের মতো অসীম— 'অথচ তীক্ষ্ণতা আছে, অভিজ্ঞতাগুলি সূচিমুখ, ফুলের কাঁটার মতো কিংবা অতি দূর নক্ষত্রের পরিধির মতো, তীক্ষ্ণ, নাগালের অনেক বাহিরে।' ঈশ্বরীর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, সব হয় 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' বিনয়ের মনের ভাবটা এইরকম মাঝেমাঝে— বৃক্ষের প্রত্যঙ্গ নড়ে— এই দৃশ্য দেখেই কখনো সে নিজে দোলনক্ষম— এই কথা পাখিদের মতো ভুল করে ভেবেছো কি, তোমার বাতাসে সে তো দোলা।'

তবু কবি বিনয় মজুমদারের যুক্তিনির্ভর তাঁর একাগ্র তন্ময়তাকে মাঝে মাঝে ভেঙে দেয়— ক্লান্ত হয়ে তিনিও ভাবেন—

'ফুলের সহিত আলোচনা করা তো সম্ভব নয়' এবং একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরে ঘুরে একঘেয়ে আবেদন, নিবেদন, উচ্ছাসের পরে কবির কাতরোক্তি— 'অজীর্ণ তোমাকে নিয়ে আর কত গান গাওয়া হবে? ক্রমশ বিনয় মজুমদারের আকুলতা এমন একপর্যায়ে পৌঁছোয় যাতে এই প্রেম শবসাধনার কাছাকাছি বলে তাঁর নিজেরই ভ্রম হতে থাকে—

'আবর্তনকালে সেই শবের সহিত দেখা হয়;

তখন হৃদয়ে এক চিরন্তন রৌদ্র জ্বলে ওঠে
অথচ শবের সঙ্গে কথা বলা স্বাভাবিক কিনা
ভেবে ভেবে দিন যায়';

অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা নয়, বিনয় মজুমদারের মানসী প্রায় পুরোটাই কল্পনা। তিনি সেই প্রতিমাকে মাটি কাঠ খড় দিয়ে গড়তে বা রঙ তুলি দিয়ে আঁকতে অক্ষম, সে কথা নিজেও জানেন। দান্তে - বিয়াত্রিচের কথা সকলেই বলে, আরও কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে ও কল্পনার এই খেলা ছবিতে, কবিতায়, গল্পে উপন্যাসে অভাবিত জাদু সৃষ্টি করেছে। দয়িতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যই যে কবিতার গাছকে ফুলে ফলে সৌন্দর্যে সুগন্ধে ভরে দেবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, বরং উল্টোটাই ঘটে, বিনয় নিজেই বলেছেন—

লিখতে লিখতে বুঝেছি কবিতা লিখলে দুঃখ ভোলা সম্ভব। কিন্তু দুঃখ ভুলে গেলে আর কবিতা লেখা যায় না।' (ডায়েরি, পৃষ্ঠা ঃ ৯০)

সত্যিই দেখা গেছে অপ্রাপ্তি, বিচ্ছেদ, বিরহের প্রাণান্তকর কষ্ট কবিদের দিয়ে সার্থক কবিতা লিখিয়ে নেয়। হাতের মধ্যে কাঙ্খিতকে পেয়ে গেলে হয় কবি তাকে নিয়ে বেশিরকম মশগুল হয়ে থাকেন, নয় তার সম্বন্ধে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এই দুই ক্ষেত্রেই কবিতার দেবী মিউজ আর সাড়া দেন না। আমার মনে হয়, প্রত্যেক কবিরই যেন খানিকটা জল বরাদ্দ থাকে— সেই জল খেয়ে ফেললে বা তাতে স্নান করলে আর কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু স্নান বা পানের সুযোগ যে কবি জীবনে পেলেন না, সেই বঞ্চিত কবির হৃদয়ের উত্তাপে সাদা স্বচ্ছ প্রাণস্বরূপ ওই তরল মেঘের রূপ নিয়ে আকাশে যায়— তখন তা থেকে পুকুর, নদী, সমুদ্র এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে একটি নতুন দেশ ও গড়ে উঠতে পারে। এই মেঘবৃষ্টি কি করতে পারে আর কি পারে না, কবি নিজেও তা জানেন না। সাহিত্যে শিল্পে এই অলৌকিক বর্ষণ বহুবার দেখা গেছে। গায়ত্রীকে নিজের করে কখনো পাননি বলেই বিনয় মজুমদার 'ফিরে এসো চাকা'র মতো একটি অতুলনীয় বই লিখতে পেরেছেন বলে আমার বিশ্বাস। গায়ত্রী কবির কাছে কখনো অমোঘ প্রকৃতি, কখনো গর্জনশীলা দেবী, কখনো বর্ণহীন আকাশের মতোই নিরাকার। এবং কবিও অনুভব করেন লক্ষ যত্ন ও একান্ত চেষ্টা সত্বেও - তাকে মূর্ত করা প্রায় অসম্ভব-

'হে আশ্চর্য দীপ্তিময়ী কীটদষ্ট কবিকুল জানে, যারা চিত্রকর নয়, তাদের শৌখিন শিল্পায়নে আলেখ্যের মুখে চুল ওষ্ঠ— সব কিছু আঁকা হয়। কিন্তু তবু সে মুখের অধিকারিনীর স্নিগ্ধ রূপে আলেখ্য আসে না; ফলে সাধনা ও ডুবুরি রয়েছে।' সাধনা ও আত্মিক অনুসন্ধান শিল্পীকে কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে কে জানে।

গায়ত্রী চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের (সবটাই বিনয়ের একতরফা) পরিণতি নিয়ে কবি বহুকাল পরে একটি কবিতা লেখেন, তা এই রকম— 'আমরা দুজনে মিলে জিতে গেছি বহুদিন হল আমরা একত্রে আছি বইয়ের পাতায়' এই কবিতার কাব্যমূল্য কি জানি না, তবে এই ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করা যায় না।

যাক, ওকথা। বিনয় মজুমদার 'ফিরে এসো চাকা' কাব্যগ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছিলেন - 'আহার করার আগে স্নান করা তারই রীতি প্রেম' —উদগ্র ক্ষুধা এবং হিতাহিতজ্ঞানহীন খাদ্যাভাস সম্ভবত পরে তাঁকে সে কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তী বই 'বাল্মীকির কবিতা'র যৌনতা সর্বস্ব লেখাগুলি মেয়েদের ব্যাপারে কবির একদেশদর্শিতা ও অসম্পূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেয়। ভুট্টা সিরিজ ও চাঁদ সিরিজ দ্রষ্টব্য। তারপরেও বিনয় মজুমদার মেয়েদের নিয়ে সৌন্দর্য, মাধুর্য, দূরত্ব, ঔদার্য এই সব গুণ বা ছক বিশেষ্যকে বা ব্যপ্তি কোথাও খুঁজে পাই না। ফিরে এসো চাকা'র পরে একামত্র তাঁর 'রিকি' কবিতাটিতে মেয়েদের চকিত সৌরভ ও গহনতার ছায়া দেখি।

এতদুর পর্যন্ত লিখে মনে হল বিনয় মজুমদারের কবিতাগুলি আমি ঠিক বুঝেছি তো? এ ধরনের সরাসরি যৌন কবিতায় অনভ্যস্ত আমার মন হয়তো সংস্কারবশত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাঁর মতো একজন এত ভালো কবি সম্বন্ধে শেষ কথা এভাবে বলে দেওয়া যায় না। তারপর আবার কবিতাগুলি একাধিকবার পড়ে আমার মনে হল ও সম্ভোগের কবিতাগুলিও হয়ত বা ফ্যালনা নয়, হয়েছে পুণ্য ইঁদারা তিনি নিজে যেন হাওয়ার মতো সেখান থেকে ঘুরে এসে স্বচ্ছ, নির্মল হয়েছেন। বৈদগ্ধ্য অর্থাৎ একটি মেয়ে সেখানে দেখেছেন। একটি দ্বীপে কবি একা। অন্য কবিতায় মেয়েদের মদের ফেনার মতো সাদা সাদা দাঁত বিনয় মজুমদারের ভালো লেগেছে, মুকুরের বুকে ঠাঁই পেতে হলে সম্মুখেই চলে যেত হয় এই হল কবির উপলব্ধি। বিনয় মজুমদারের একদিন মনে হয়েছিল তাঁর ছেলের নাম কেলো, এবং বউয়ের নাম রাধা। স্ত্রী পুত্র নিয়ে একটি পরিবার গড়বার চিরন্তন স্বাভাবিক সাধ তাঁরও ছিল, এ কথা আমাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে। বিনয় মজুমদারের মতন নিঃশর্ত এবং গভীর মর্মের ভাষায় আর কোনো কবি কবিতা লিখতে পারেননি।